

বিষয়ঃ প্রকাশিত সংবাদের উপর চট্টগ্রাম ওয়াসার বক্তব্য প্রকাশ প্রসঙ্গে।

আপনার সম্পাদিত বহুল প্রচারিত “আগামীর সময়” পত্রিকায় বিগত ৩১/০৭/২০২৬খ্রিঃ তারিখে “ চট্টগ্রাম ওয়াসার ৮৬ কোটি গেল কোথায়” প্রকাশিত সংবাদে সঠিক তথ্য উপাত্তের প্রতিফলন না থাকায় এবং অসত্য তথ্য প্রকাশিত হওয়ায় পাঠকবৃন্দের মনে বিভ্রান্তি ও অস্পষ্টতা সৃষ্টির আশংকা রয়েছে। এ ব্যাপারে চট্টগ্রাম ওয়াসার বক্তব্য নিম্নরূপঃ-

প্রতিকায় প্রকাশিত তথ্যঃ প্রতিবেদক আবদুল্লাহ আল মামুন প্রকাশিত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন, “ কাগজে কলমে বিপুল অংকের টাকা কিন্তু বাস্তবে সেই টাকার হদিস নেই। ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদনের কোয়ালিফাইড অপিনিয়ন ওয়াসা তহবিল এর ৮৬ কোটি ৬ লক্ষ ৬২ হাজার ৩২৯ টাকা আর্থিক বিবরণীতে দেখানো হয়েছে কিন্তু প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক রশিদ, চালান বা মূল নথিতে বিষয়টি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না”।

চট্টগ্রাম ওয়াসার বক্তব্যঃ- বিষয়টি চট্টগ্রাম ওয়াসার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। প্রতিবেদন এর এই অংশটি সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে চট্টগ্রাম পৌরসভা হতে আলাদা হয়ে চট্টগ্রাম ওয়াসা ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম ওয়াসার পানি সরবরাহ কার্যক্রম চালু রাখার স্বার্থে সরকার কর্তৃক 1st phase (কালুরঘাট বুষ্টার প্লান্ট) এবং 2nd phase (মোহরা পানি শোধনাগার) স্থাবর সম্পত্তি বাবদ ইকুইটি প্রাপ্ত হয়, যা ৯৫-৯৬ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে ইকুইটি হিসাবে দেখানো হয়। যার সাথে নগদ অর্থের কোন সংশ্লেষ নেই।

পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যঃ- প্রতিবেদক তাঁর প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করেন “ অতীতে কোন এক সময় কোন একটি উৎস হতে এই অর্থ ওয়াসার তহবিলে যুক্ত হয়েছিল বলে হিসাবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে তা নগদ অর্থ হিসাবে ব্যাংকে জমা আছে কিনা তার কোন হিসাব নেই।

চট্টগ্রাম ওয়াসার বক্তব্যঃ- চট্টগ্রাম ওয়াসা প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে সরকার এর নিকট হতে কোন নগদ অর্থ প্রাপ্ত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে সরকার কর্তৃক 1st phase (কালুরঘাট বুষ্টার প্লান্ট) এবং 2nd phase (মোহরা পানি শোধনাগার) প্রতিষ্ঠা করে দেয়া হয়। যা থেকে চট্টগ্রাম মহানগরীর জনসাধারণ অদ্যাবধি সুপেয় পানি প্রাপ্ত হয়ে আসছেন। এটি একটি স্থাবর সম্পত্তি যার সাথে নগদ অর্থের কোন সম্পর্ক নেই। পরবর্তীতে নিরীক্ষা প্রতিবেদনে সম্পত্তি সমূহ নিয়মানুযায়ী ইকুইটিতে রূপান্তর হয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যঃ- উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক(অর্থ) জনাব শারমিন আক্তার স্বীকার করে বলেছেন যে, এই টাকা মূলধন তহবিলে দেখালেও এর সমর্থনে কোন নথিপত্র নেই। এটি সরকার কোন এক সময় মূলধন হিসাবে দিয়েছিলো। কিন্তু নথিপত্র না থাকায় কোথায় খরচ হয়েছে তা বলা সম্ভব হচ্ছে না।

চট্টগ্রাম ওয়াসার বক্তব্যঃ- এই বিষয়ে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক(অর্থ) জনাব শারমিন আক্তার বক্তব্য হচ্ছে, “নথিপত্র পাওয়া যাচ্ছে না এই বিষয়টি সঠিক নয়”। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, এটি কোন অর্থ নয় এটি স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় যা ৯৫-৯৬ অর্থবছরের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে ইকুইটি হিসেবে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। উপরন্তু অনুমতি ব্যতিরেকে সংবাদ প্রতিবেদনে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক(অর্থ) জনাব শারমিন আক্তার এর বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে যা কোন ভাবেই কাম্য নয়।

ভবিষ্যতে প্রকৃত তথ্য না জেনে এই সংক্রান্ত বিষয়ে বিভ্রান্তিকর সংবাদ পরিবেশনে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৪-৭
ফকরুল

০২/০৮/২৬
০২.০৮.২৬

আল মামুন
প্রধান সম্পাদক, চট্টগ্রাম ওয়াসা
চট্টগ্রাম ওয়াসা, চট্টগ্রাম।

০২/০৮/২৬
০২/০৮/২৬

০২/০৮/২৬
০২/০৮/২৬
শারমিন আক্তার
(উপসচিব)
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ)
চট্টগ্রাম ওয়াসা, চট্টগ্রাম।